ফর্ম নং জে (২)

কলকাতা হাইকোর্টের
সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র
আপীল বিভাগ

বর্তমান

বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী

২০১৩ সালের ডব্লিউ. পি. এ ১

সহিত

আইএ নম্বর সহ ২০২৩-এর সিএএন ৪

গৌতম রায়

বনাম

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্য

আবেদনকারীর পক্ষে	শ্রী দেবব্রত সাহা রায়
	শ্রী ইন্দ্রনাথ মিত্র
	শ্রী ফাল্গুনী বন্দ্যোপাধ্যায়
	শ্রীমতী রিয়া বল্লব
উত্তরদাতা ব্যাঙ্কের জন্য	শ্রী দ্যুতিময় পল
	শ্রী সন্তোষ কুমার রায়
	শ্রীমতি আন্টালিনা গুহ
শুনানি	১৮ শতাংশ আগস্ট, ২০২৩ এবং ২৩৪ নভেম্বর, ২০২৩
রায়	২০২৩ সালের ২৪শে নভেম্বর

বিচারক রাজা বসু চৌধুরীঃ

১ বর্তমান রিট পিটিশনটি, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, ২৮শে অক্টোবর, ২০০৯ তারিখের স্থগিতাদেশের আদেশ, ১৫ই জুন, ২০০৯ তারিখের চার্জশিট, থেকে সময়ের মধ্যে তদন্তের কার্যক্রমকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা হয়েছে। ২১শে আগস্ট, ২০০৯ থেকে ২০শে নভেম্বর, ২০০৯, তারিখের তদন্ত প্রতিবেদন ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ২০১০ এবং চাকরি থেকে বরখাস্তের আদেশ, আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ সহ।

২ আবেদনকারী প্রাথমিকভাবে ১৯৮৪ সালের ৮ই আগস্ট ক্লেয়ারিকাল ক্যাডারে ২ নং প্রত্যর্থীর চাকরিতে যোগ দেন। প্রাসঙ্গিক সময়ে, তিনি চাওরি বাজারে নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে, তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল শাখায় বদলি করা হয় এবং ১৯৮৮-১৯৯০-র মধ্যে সেখানে নিযুক্ত করা হয়। পরে, তাঁকে কৃষ্ণনগর শাখা, জেলা-নাদিয়ায় বদলি করা হয় এবং ১৯৯০-১৯৯৯-র মধ্যে উক্ত শাখায় নিযুক্ত করা হয়। পরে তাঁকে স্কেল-১ অফিসার হিসাবে পদোন্নতি দেওয়া হয় এবং ২০০২-২০০৫-র সময়কালে কলকাতায় নিযুক্ত করা হয়। তারপরেও পরে, তাঁকে স্কেল-আইজে ব্যাঙ্কের অফিসার ক্যাডারে পদোন্নতি দেওয়া হয় এবং ২০০৫-২০০৭-র সময়কালে অসমের তিনসুকিয়ায় শাখা ব্যবস্থাপক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। পরবর্তীকালে, তবে, তাঁকে কলকাতার রাজারহাট শাখায় বদলি করা হয় এবং পরবর্তী সময় পর্যন্ত তিনি সেখানে দায়িত্ব পালন করেন বছর ২০০৯ পর্যন্ত ।

৩ এটি আবেদনকারীর মামলা যে কলকাতার আঞ্চলিক অফিসে নিযুক্ত থাকাকালীন, তাকে ১৫ই জুন, ২০০৯ তারিখের একটি চার্জশিট দেওয়া হয়েছিল, যা আবেদনকারীর শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ হিসাবে তাঁর ক্ষমতায় ৩ নং উত্তরদাতা জারি করেছিলেন। রেকর্ড থেকে এটি প্রদর্শিত হবে যে আবেদনকারী উক্ত অভিযোগের যথাযথ জবাব দিয়েছিলেন ২২ শে জুন, ২০০৯ তারিখের একটি লিখিত যোগাযোগের মাধ্যমে। প্রত্যর্থী নং ৩, চার্জশিটে উল্লিখিত প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করে এবং আবেদনকারীর দেওয়া উত্তরটি অসন্তোষজনক বলে মনে করে, ৮ জুলাই, ২০০৯ তারিখের একটি আদেশ দ্বারা উত্তরদাতা নং. ৭, তদন্ত কর্মকর্তা হিসাবে।

৪ আবেদনকারী যথাযথভাবে পূর্বোক্ত তদন্তে অংশ নিয়েছিলেন এবং ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ২০১০ তারিখের একটি লিখিত যোগাযোগের মাধ্যমে, উত্তরদাতা নং ৭ তদন্তের ফলাফলগুলি উত্তরদাতা নং ৩-এর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। পূর্বোক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের অনুলিপিও আবেদনকারীর কাছে তার প্রতিক্রিয়া চেয়ে পাঠানো হয়েছিল। তবে, ২০০৯ সালের ২৮শে অক্টোবরের একটি আদেশের মাধ্যমে উত্তরদাতা নং ৩ আবেদনকারীকে বরখাস্ত করেছিলেন। আবেদনকারী ১৮ই মার্চ, ২০১০ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে তদন্ত কর্তৃপক্ষের ফলাফলের বিশদ উপস্থাপনা করার সময়, আবেদনকারীর শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ হিসাবে বিবেচনা করার জন্য এটি উত্তরদাতা নং ৩-এর কাছে প্রেরণ করেছিলেন।

ঘটনাচক্রে, ১২ এপ্রিল, ২০১০ তারিখের একটি স্মারকলিপির মাধ্যমে, উত্তরদাতা নং ৬ তদন্ত কর্তৃপক্ষের অনুসন্ধানের সাথে একমত হয়ে আবেদনকারীর শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ হিসাবে নিজেকে দাবি করে চাকরি থেকে বরখাস্তের জরিমানা আরোপ করেছিলেন, আবেদনকারীর উপর।

৫ আদেশ সহ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উক্ত স্মারকলিপিটিকে চ্যালেঞ্জ জানানো বরখাস্তের , আবেদনকারী এর আগে একটি বিধিবদ্ধ আপিল দায়ের করেছিলেন আপিল কর্তৃপক্ষ ৩ মে, ২০১০ তারিখে। আপিল কর্তৃপক্ষ তারিখে ১৪ই জুলাই, ২০১০, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, উক্ত আবেদনটি খারিজ করতে পেরে খুশি হয়েছিল।

৬ উপরোক্ত আবেদনের সমর্থনে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী সাহা রায় বলেছেন যে আবেদনকারীর শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ হিসাবে তাঁর ক্ষমতায় ৩ নং উত্তরদাতা দ্বারা চার্জশিট জারি করা হয়েছিল। ৩ নং উত্তরদাতা আবেদনকারীর দেওয়া উত্তরটি বিবেচনা করে তাঁর মন প্রয়োগ করেছিলেন এবং আবেদনকারীর দেওয়া প্রতিক্রিয়া সন্তোষজনক নয় বলে জানতে পেরে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের তদন্তের জন্য ৭ নং উত্তরদাতাকে তদন্ত কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন। উপরোক্ত অনুসারে, তদন্ত কর্মকর্তা অভিযোগগুলি তদন্ত করেছিলেন এবং তদন্ত প্রতিবেদনটি ৩ নং উত্তরদাতার কাছে পাঠিয়েছিলেন। যদিও, আবেদনকারী একটি বিশদ উপস্থাপনা করেছিলেন, তবে এটি উত্তরদাতা নং ৩ দ্বারা বিবেচনা করা হয়নি, পরিবর্তে, ১২ এপ্রিল, ২০১০ তারিখের একটি আদেশ দ্বারা, উত্তরদাতা নং ৬, একটি গুপ্ত আদেশের মাধ্যমে আবেদনকারীর শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেকে দাবি করে, তদন্ত কর্মকর্তার অনুসন্ধানের সাথে একমত হয়ে আবেদনকারীকে বরখাস্ত করে পরিষেবা।

৭ এটি বলা হয় যে ৬ নং উত্তরদাতা এর শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ হিসাবে তাঁর ক্ষমতায় তদন্ত শুরু করেননি। আবেদনকারী উত্তরদাতা নং ৩ তদন্ত শুরু করে, উত্তরদাতা নং ৬ কেবল যদি শাস্তির আদেশটি পাস করতে পারতেন এবং আবেদনকারীর শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করতে পারতেন না, বিশেষত যখন উত্তরদাতা নং ৩ উপলব্ধ ছিল।

৮ শ্রী সাহা রায় পরবর্তী যুক্তি দেখান যে, ৬ নং উত্তরদাতা কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি একটি অযৌক্তিক আদেশ। ৬ নং উত্তরদাতা তাঁর মন প্রয়োগ করেননি এবং স্বাধীনভাবে বিষয়টির সিদ্ধান্ত নেননি। উক্ত আদেশটি আইনের চোখে কোনও আদেশ নয় এবং প্রয়োগযোগ্য নয়। তিনি বলেন যে, যদিও আবেদনকারী দ্বারা একটি বিধিবদ্ধ আবেদন করা হয়েছিল, তবে এটি ৫ নং উত্তরদাতা দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, যিনি দেনা ব্যাঙ্ক অফিসার কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) প্রবিধান, ১৯৭৬ (এরপরে "উল্লিখিত প্রবিধান" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) অনুসারে আপিল কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করার যোগ্য ছিলেন না। তফসিলের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, যেহেতু আবেদনকারী বেতন স্কেল-১-এ ছিলেন এবং প্রাসঙ্গিক সময়ে কলকাতার আঞ্চলিক কার্যালয়ে নিযুক্ত ছিলেন, কেবলমাত্র তফসিলের কলাম নং ২-এ থাকা ব্যক্তিরা আবেদনকারীর শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করতে পারতেন। যেহেতু, আবেদনকারী, প্রাসঙ্গিক সময়ে, কলকাতার আঞ্চলিক কার্যালয়ে নিযুক্ত ছিলেন, তাই উত্তরদাতা নং ৩ চার্জশিট জারি করেছিলেন এবং তাঁর ক্ষমতায় শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ হিসাবে । উত্তরদাতা নং ৩, এইভাবে, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করে, পঞ্চম বেতন স্কেলে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক পদমর্যাদার নিচে কোনও ব্যক্তি আবেদনকারীর আপিল কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করতে পারতেন না। তিনি আরও জমা দেন, এই ক্ষেত্রে উভয়ই উত্তরদাতা নং ৬ দ্বারা গৃহীত আদেশ তারিখ ১২ই এপ্রিল, ২০১০ এবং উত্তরদাতা নং ৫ দ্বারা ১৪ই জুলাই, ২০১০-এ পাস করা আদেশটি কোনও কর্তৃত্ব ও এক্তিয়ার ছাড়াই বজায় রাখা যায় না। এটি আরও বলা হয় যে কর্তৃত্ব, যার হাতে ক্ষমতা রয়েছে সে একা এক্তিয়ার প্রয়োগ করতে পারে এবং অন্য কোনও ব্যক্তি করতে পারে না। তথ্যে, উপরে বর্ণিত হিসাবে, পুরো কার্যধারা কলুষিত হয়ে যায়। উপরোক্ত যুক্তির সমর্থনে তিনি নিম্নলিখিত রায়গুলির উপর নির্ভর করেছেনঃ-

১. এ. সি. জোস বনাম শিবন পিল্লাই ও অন্যান্য, এ. আই. আর ১৯৮৪ এস. সি ৯২১;

২. গুজরাটের কে. কে. পারমার ও অন্যান্য বনাম এইচ. সি., (২০০৬) ৫ এস সি সি ৭৮৯;

৩. চেয়ারম্যান-কাম-ম্যানেজিং ডিরেক্টর, কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড ও অন্যান্য বনাম অনন্ত সাহা ও অন্যান্য, (২০১১) ৫ এসসিসি ১৪২;

৯ এটি এখনও বলা হয়েছে যে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদনের সাথে একমত হওয়ার সময় কারণ দিতে বাধ্য ছিল। কোনও কারণ দিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং ব্যর্থ হয়েছে তার মন প্রয়োগ করার জন্য, উত্তরদাতা দ্বারা প্রদত্ত পূর্বোক্ত আদেশ সংখ্যা ৬ কলুষিত। পূর্বোক্ত যুক্তির সমর্থনে, তিনি নিম্নলিখিত রায়গুলির উপর নির্ভরতা রেখেছেনঃ-

১. অনিল কুমার বনাম প্রিসাইডিং অফিসার ও অন্যান্য, (১৯৮৫) ৩ এস. সি. সি ৩৭৮;

২. রবি যশবন্ত ভোয়ার বনাম জেলা কালেক্টর, রায়গড় ও অন্যান্য, (২০১২) ৪ এস. সি. সি ৪০৭;

৩. এয়ার লাইন পাইলটস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (এ. এল. পি. এ. আই) এবং অন্যান্যদের যৌথ অ্যাকশন কমিটি বনাম ডিরেক্টর জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন এবং অন্যান্য, (২০১১) ৫ এস. সি. সি ৪৩৫।

১০. শ্রী সাহা রায় বলেন যে, যদিও ব্যাঙ্কের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে কোনও অভিযোগ ছিল না, তবে চূড়ান্ত আদেশে উত্তরদাতা নং ৬ একই বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। শুধুমাত্র উপরোক্ত কারণই পুরো শৃঙ্খলাকে কলুষিত করার জন্য যথেষ্ট অগ্রসর হচ্ছে।

১১ এর বিপরীতে, উত্তরদাতাদের প্রতিনিধিত্বকারী বিদ্বান আইনজীবী শ্রী পল আমাকে পুরো তদন্ত প্রক্রিয়া সহ চার্জশিটের মধ্য দিয়ে নিয়ে যান। তিনি জমা দেন যে আবেদনকারী আর্থিক অনিয়ম বা উত্তরদাতা ব্যাঙ্কের ক্ষতির বিষয়ে অবগত ছিলেন না। চার্জশিট উল্লেখ করে তিনি জমা দেন যে চার্জশিটটি বিশেষত লেনদেনের বিবরণ চিহ্নিত করে। আবেদনকারী চার্জশিটের জবাব দিয়েছিলেন। আবেদনকারী যথাযথভাবে তদন্তে অংশ নিয়েছিলেন। প্রাকৃতিক ন্যায়বিচার নীতির কোনও লঙ্ঘন হয়নি।

ন্যায়বিচারের ব্যর্থতার অভিযোগকারী কোনও সমসাময়িক নথি নেই। আবেদনকারীকে যথাযথভাবে তদন্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি সরবরাহ করা হয়েছিল। তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পরে, আবেদনকারী একটি উপস্থাপনা করেছিলেন। উত্তরদাতা নং ৬ কেবল তদন্ত প্রতিবেদনই নয়, আবেদনকারীর উপস্থাপনাও বিবেচনা করে এবং তদন্ত কর্মকর্তার অনুসন্ধানের সাথে একমত হয়ে আবেদনকারীকে বরখাস্তের আকারে শাস্তি দিয়েছিলেন পরিষেবা।

১২. উক্ত প্রবিধানের প্রবিধান ৫ (৩)-এর উপর নির্ভর করে তিনি বলেন যে, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ বা তার চেয়ে উচ্চতর অন্য কোনও কর্তৃপক্ষ প্রবিধান ৪-এ নির্দিষ্ট যে কোনও শাস্তি আরোপ করতে পারে। প্রবিধান ৪ উল্লেখ করে তিনি বলেন যে আবেদনকারীকে একটি বড় জরিমানা করা হয়েছে এবং সেই হিসাবে উত্তরদাতা নং ৬ যিনি ৩ নং উত্তরদাতার পদমর্যাদার উচ্চতর ব্যক্তি ছিলেন তিনি অন্যথায় সক্ষম ছিলেন এবং সেই অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করেছিলেন। আধিকারিকদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক পদক্ষেপের জন্য তফসিলে সংযুক্ত নোটগুলির উপর আরও নির্ভরতা রেখে, তিনি জমা দেন যে, একই কর্তৃপক্ষ উক্ত তফসিলের ৩,৪ এবং ৫ কলামে নির্দিষ্ট যে কোনও উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে উক্ত প্রবিধানের অধীনে শৃঙ্খলা/আপিল পর্যালোচনা কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব/ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য অনুমোদন দেয়, যা মামলাটি হতে পারে।

১৩. স্বীকারযোগ্য যে, এই ক্ষেত্রে ৬ নং উত্তরদাতা ৩ নং উত্তরদাতার থেকে উচ্চতর পদমর্যাদার অধিকারী এবং এইভাবে, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সক্ষম ছিলেন, যা এই ক্ষেত্রে করা হয়েছে। আবেদনকারী দ্বারা ক্ষুব্ধ বোধ করতে পারবেন না।

১৪ আবেদনকারী শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ার প্রয়োগকারী উত্তরদাতা নং ৬-এর কারণে তিনি কী কুসংস্কারের শিকার হয়েছেন তা দেখাতে সক্ষম হননি। স্বীকারযোগ্যভাবে, এই ক্ষেত্রে, আবেদনকারী সম্পদ যাচাই না করেই অগ্রিম ঋণ নিয়েছিলেন। আর্থিক অনিয়মের পরিমাণ চার্জশিটে নির্দেশিত হয়েছিল। আবেদনকারী কেবল তদন্ত কর্মকর্তার সামনেই নয়, আপিল করার সময় তার প্রতিনিধিত্ব করার সময়ও অভিযোগগুলি স্বীকার করেছিলেন। এটি বিবেচনা করে, এটি বলা যায় না যে উত্তরদাতা নং ৬ তার মন প্রয়োগ করেনি। স্বীকারযোগ্যভাবে, এই ক্ষেত্রে, মূল পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। ৬ নং উত্তরদাতার পক্ষ থেকে তদন্ত আধিকারিকের প্রতিবেদনের সঙ্গে একমত হওয়া এবং আবেদনকারীকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে বা ৫ নং উত্তরদাতার পক্ষ থেকে আপিল কর্তৃপক্ষ হিসাবে আপিল খারিজ করার ক্ষেত্রে কোনও অনিয়ম নেই। কোনও ব্যক্তির দ্বারা কোনও এখতিয়ারগত ত্রুটি করা হয়নি, কারণ উভয় ব্যক্তিই অন্যথায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য উপযুক্ত। -এর সমর্থনে উপরোক্ত যুক্তি তিনি নিম্নলিখিত রায়গুলির উপর নির্ভর করেছেনঃ-

১ ***স্টেট ব্যাঙ্ক অফ পাতিয়ালা বনাম এস. কে. শর্মা, (১৯৯৬) ৩ এস. সি. সি ৩৬৪,২. এইচ. ভি. নির্মলা ভু. কর্ণাটক স্টেট ফাইন্যান্সিয়াল***

২ ***কর্পোরেশন ও অন্যান্য, (২০০৮) ৭ এস. সি. সি. ৬৩৯;***

৩. ***এস. এল. কাপুর বনাম জগমোহন ও অন্যান্য, (১৯৮০) ৪ এস. সি. সি. ৩৭৯।***

১৫ উপরে বর্ণিত তথ্যে রিট পিটিশনটি খরচ সহ বরখাস্ত হওয়া উচিত।

১৬ সংশ্লিষ্ট -এর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান উকিলদের কথা শুনেছেন। দলগুলি এবং রেকর্ডে থাকা উপকরণগুলি বিবেচনা করে।

১৭ এই রিট পিটিশনের প্রাথমিক চ্যালেঞ্জটি ৬ নং উত্তরদাতার দ্বারা কর্তৃত্বের প্রয়োগ বলে মনে হয়, আবেদনকারীর শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ হিসাবে নিজেকে তুলে ধরে, ৩ নং উত্তরদাতার শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের এখতিয়ার প্রয়োগ করা সত্ত্বেও, শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম শুরু করে, নিজেকে এর শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ হিসাবে চিহ্নিত করে আবেদনকারী।

১৮ স্বীকৃত তথ্য থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, উত্তরদাতা নং ৩ কেবল ১৫ই জুন, ২০০৯ তারিখের চার্জশিট জারি করেননি, বরং আবেদনকারীর জবাব পাওয়ার পরেও নিয়োগ করেছিলেন। তদন্ত আধিকারিক অভিযোগের তদন্ত করবেন। এটি হল উত্তরদাতা নং ৩, যিনি ২৮শে অক্টোবর, ২০০৯ তারিখের একটি অফিস আদেশের মাধ্যমে আবেদনকারীকে বরখাস্ত করেছিলেন। যাইহোক, তদন্ত শেষ হওয়ার পরে, উত্তরদাতা নং ৩ তদন্ত প্রতিবেদন বা আবেদনকারীর দেওয়া প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করেননি, পরিবর্তে উত্তরদাতা নং ৬,১২ই এপ্রিল, ২০১০ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদনের সাথে একমত হয়ে আবেদনকারীকে অবিলম্বে কার্যকরভাবে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার জরিমানা আরোপ করেছিলেন। আবেদনকারী এটিকে কেবল অনিয়মিতই নয়, এখতিয়ারবিহীনও বলে অভিহিত করে প্রশ্ন করেছিলেন।

যেহেতু, আবেদনকারী যুক্তি দেখান যে, ৬ নং উত্তরদাতার একই সঙ্গে আবেদনকারীকে দোষী সাব্যস্ত করার এবং শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না, যখন ৩ নং প্রত্যর্থী শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম শুরু করেছিলেন এবং উপলব্ধও ছিলেন, তখন প্রাসঙ্গিক বিধান বিবেচনা করা প্রয়োজন যা আবেদনকারীর শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করার জন্য কোনও ব্যক্তিকে এখতিয়ার প্রদান করে। এটি লক্ষ্য করা যায় যে আবেদনকারী সম্পর্কিত শৃঙ্খলা কার্যক্রম দেনা ব্যাঙ্ক অফিসার কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৭৬ দ্বারা পরিচালিত হয়। যদিও উক্ত বিধিমালাটির ৪ নং বিধিমালা জরিমানা আরোপ করা যেতে পারে তা স্পষ্ট করে, প্রবিধান ৩ (জি) এর সাথে পঠিত প্রবিধান ৫ সেই কর্তৃপক্ষকে চিহ্নিত করে যারা শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। অগ্রসর হওয়া এবং জরিমানা আরোপ করা।

১৯. উপরোক্ত প্রবিধানগুলি উক্ত প্রবিধানের প্রবিধান ৪-এ নির্দিষ্ট জরিমানা আরোপের জন্য শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ এবং শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের পদমর্যাদার উচ্চতর অন্য যে কোনও কর্তৃপক্ষকে এখতিয়ার প্রদান করে। তবে, শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা প্রবর্তন শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের একচেটিয়া এক্তিয়ারের মধ্যে নিহিত, যদিও পূর্বোক্ত তফসিলে সংযুক্ত নোটে বলা হয়েছে যে তফসিলে উল্লিখিত ৩,৪ এবং ৫ নম্বর কলামে উল্লিখিত কর্তৃত্বের চেয়ে উচ্চতর যে কোনও কর্তৃপক্ষ শৃঙ্খলা/আপিল/পর্যালোচনার কর্তৃত্ব/ক্ষমতা প্রয়োগ করার ক্ষমতা রাখে উক্ত প্রবিধানের অধীনে কর্তৃপক্ষ।

২০ স্বীকারযোগ্য যে, এই ক্ষেত্রে শৃঙ্খলাভঙ্গমূলক কার্যধারার প্রতিষ্ঠানটি ৩ নং প্রত্যর্থীর দ্বারা করা হয়েছিল, যিনি আবেদনকারীর শৃঙ্খলাভঙ্গকারী কর্তৃপক্ষও। ৩ নং উত্তরদাতা পরিবর্তে তদন্তটি গ্রহণ করেননি, আবেদনকারীর প্রতিক্রিয়া পেয়ে তাঁর ব্যক্তিগত সন্তুষ্টির ভিত্তিতে যে অভিযোগের নিবন্ধগুলির বিষয়ে তদন্ত করা উচিত, একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। কর্তৃত্বের উপরোক্ত অনুশীলন উক্ত প্রবিধানগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘনের কোনও মামলা তৈরি করা হয়নি। তদন্ত পরিচালনার পরে, প্রবিধান ৬ (২১) এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং নং ৩ আবেদনকারীর শৃঙ্খলাভঙ্গকারী কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। আবেদনকারীকে প্রতিবেদনের একটি অনুলিপিও দেওয়া হয়েছিল, প্রবিধান ৬ (২১) (i)-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তুত করা হয়েছে, যা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নরূপঃ

(ক) অভিযোগের নিবন্ধগুলির একটি সারসংক্ষেপ এবং অসদাচরণ বা দুর্ব্যবহারের অভিযোগের বিবৃতি;

(খ) প্রতিটি চার্জ নিবন্ধের ক্ষেত্রে অফিসার কর্মচারীর প্রতিরক্ষার একটি সংক্ষিপ্তসার;

(গ) প্রতিটি অভিযোগের বিষয়ে প্রমাণের মূল্যায়ন;

(ঘ) অভিযোগের প্রতিটি নিবন্ধের ফলাফল এবং তার জন্য ফলাফল।

২১ আবেদনকারী উপরোক্ত প্রতিবেদনের কাছে তার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এবং ৩ নং উত্তরদাতা হিসাবে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। যেমনটি উক্ত প্রবিধানের ৭ নং বিধিমালা থেকে প্রতীয়মান হয়, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের উপর একটি কর্তব্য আরোপ করা হয়, যখন তিনি তদন্ত প্রতিবেদন গ্রহণ করবেন কিনা তা বিবেচনা করার জন্য অনুসন্ধানকারী কর্তৃপক্ষ নন, এ এমন একটি বিবেচনার যে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ গঠন করতে পারে মতবিরোধের ক্ষেত্রে, এই ধরনের মতবিরোধের কারণ নথিভুক্ত করার জন্য। এটি শুধুমাত্র এর ভিত্তিতেজরিমানা আরোপ করা হবে কি না সে সম্পর্কে একটি মতামত।

২২ উপরোক্ত প্রবিধানের রেগুলেশন ৭-এর পরিপ্রেক্ষিতে, যথাযথ তদন্ত এবং তদন্ত প্রতিবেদনের ফলাফল সম্পর্কে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিগত সন্তুষ্টির ভিত্তিতে, চাপিয়ে দেওয়ার প্রশ্ন। জরিমানা, যদি থাকে, উত্থাপিত হয়। সুতরাং, তদন্ত সম্পর্কে সন্তুষ্টির ক্ষমতা এবং অভিযোগের প্রমাণ, বিশেষত যখন শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ তদন্ত কর্মকর্তা নয়, কেবল শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত। উপরের বিষয়টিকে আরও ভালভাবে উপলব্ধি করার জন্য, রেগুলেশন ৭ নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ

"৭. তদন্ত প্রতিবেদনের উপর পদক্ষেপঃ

(১) শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ, যদি সে নিজে অনুসন্ধানকারী কর্তৃপক্ষ না হয়, তা হলে তার দ্বারা লিখিতভাবে নথিভুক্ত হওয়ার কারণের জন্য, নতুন বা আরও তদন্ত ও প্রতিবেদনের জন্য তদন্ত কর্তৃপক্ষের কাছে মামলাটি প্রেরণ করতে পারে এবং তদনুসারে অনুসন্ধানকারী কর্তৃপক্ষ যতদূর সম্ভব প্রবিধান ৬-এর বিধান অনুযায়ী আরও তদন্ত করতে অগ্রসর হবে।

(২) শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ, যদি অভিযুক্তের কোনও নিবন্ধের বিষয়ে অনুসন্ধানকারী কর্তৃপক্ষের অনুসন্ধানের সাথে একমত না হয়, তবে এই ধরনের মতবিরোধের কারণগুলি রেকর্ড করবে এবং এই ধরনের অভিযোগের উপর তার নিজস্ব অনুসন্ধানগুলি রেকর্ড করবে, যদি রেকর্ডে থাকা প্রমাণ এই উদ্দেশ্যে যথেষ্ট হয়।

(৩) যদি শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ, সমস্ত বা যে কোনও চার্জ নিবন্ধের উপর তার ফলাফল বিবেচনা করে, এই মতামত পোষণ করে যে প্রবিধান ৪-এ নির্দিষ্ট কোনও জরিমানা অফিসার কর্মচারীর উপর আরোপ করা উচিত, তবে প্রবিধান ৮-এ যা কিছু থাকা সত্ত্বেও, এই ধরনের জরিমানা আরোপ করার আদেশ দেবে।

(৪) যদি শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ সমস্ত বা যে কোনও চার্জ নিবন্ধের উপর তার অনুসন্ধানগুলি বিবেচনা করে, মতামত যে কোনও জরিমানার প্রয়োজন নেই, এটি হতে পারে অফিসার কর্মচারীকে দোষমুক্ত করার আদেশ পাস করুন সংশ্লিষ্ট।"

২৩. তবে, এটি লক্ষ্য করা গেছে যে, উক্ত প্রবিধানের প্রবিধান ৫ (৩) শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের চেয়ে উচ্চতর যে কোনও কর্তৃপক্ষকে জরিমানা আরোপের এখতিয়ার প্রদান করে। এই ক্ষেত্রে জরিমানা আরোপের সিদ্ধান্তটি উত্তরদাতা নং ৬ দ্বারা নেওয়া হয়েছিল, যিনি স্বীকারযোগ্যভাবে উত্তরদাতা নং ৩ এর চেয়ে উচ্চতর পদে রয়েছেন। সাধারণত, যদি শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ দ্বারা তদন্ত করা হয়, অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পরে, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনও উচ্চতর কর্তৃপক্ষ উভয়ের জন্যই জরিমানা আরোপ করার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। যাইহোক, যখন শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তি তদন্ত পরিচালনা করেন, যদি না প্রবিধান ৭-এ প্রদত্ত শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে তদন্তের প্রতিবেদন গ্রহণ করা হয়, তবে জরিমানা আরোপের জন্য আর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না। তবে, শ্রী পল আরও একটি বিষয় তুলে ধরেছেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে অফিসার কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক পদক্ষেপের জন্য তফসিলে সংযুক্ত নোটের পরিপ্রেক্ষিতে, উত্তরদাতা নং ৬, তফসিলের কলাম নং ৩-এ নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের চেয়ে উচ্চতর কর্তৃপক্ষ হওয়ায়, আবেদনকারীর শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন। যাইহোক, আমি দেখতে পাচ্ছি যে উত্তরদাতা নং ৩, নির্দিষ্ট শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ হওয়ায়, কেবল কার্যধারা শুরু করেননি, বরং তার ব্যক্তিগত সন্তুষ্টির ভিত্তিতে যে এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। আবেদনকারীর তদন্ত করা উচিত, একজন তদন্ত কর্মকর্তা ছিলেন নিযুক্ত। অতএব, এটা স্পষ্ট যে এই ক্ষেত্রে, তফসিলের ৩ নং কলামে নির্দিষ্ট মূল কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের এখতিয়ার প্রয়োগ করেছিল। একবার, ৩ নং উত্তরদাতা আবেদনকারীর শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের এখতিয়ার প্রয়োগ করেছিলেন, আমার মতে তফসিলে সংযুক্ত নোটগুলির শক্তির ভিত্তিতে ৬ নং উত্তরদাতার পক্ষে কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই আবেদনকারীর শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ হিসাবে নিজেকে ধরে রাখা আর উন্মুক্ত ছিল না। এটিও উত্তরদাতাদের ক্ষেত্রে নয় যে ৩ নং উত্তরদাতা উপলব্ধ ছিলেন না। ৬ নং উত্তরদাতা বা অন্য কোনও উচ্চতর কর্তৃপক্ষ দ্বারা আবেদনকারীর শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ার প্রয়োগ করার ক্ষমতা স্পষ্টতই মূল শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ার প্রয়োগ না করার সাপেক্ষে।

২৪ অতএব, তফসিলে সংযুক্ত নোটগুলি সহ উল্লিখিত প্রবিধানের প্রবিধান ৭-এর পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারীর শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ হিসাবে নিজেকে ধরে রেখে উত্তরদাতা নং ৬ দ্বারা জরিমানা আরোপের সিদ্ধান্ত আবেদনকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পরিষেবা প্রবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে বলা যাবে না।

২৫. যেহেতু বিষয়টি শৃঙ্খলামূলক কার্যধারার সঙ্গে সম্পর্কিত, শ্রী সাহা রায় ঠিকই উল্লেখ করেছেন, তাই কেবল প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতির বিধানগুলিই মেনে চলতে হবে না, বরং নিয়ম/প্রবিধান এবং/অথবা এই ধরনের পরিচালনাকারী বিধিবদ্ধ বিধান তদন্তও মেনে চলতে হয়। তবে, একই সময়ে, শুধুমাত্র নিয়মকানুন লঙ্ঘন করে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার কারণে, এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুরো শৃঙ্খলামূলক কার্যধারাকে কলুষিত করতে পারে না। যেমনটি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ পাতিয়ালা (উপরে)-র ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, আদালতকে বিবেচনা করতে হবে যে এই বিধানটি লঙ্ঘন করা হয়েছে, প্রকৃত প্রকৃতির কিনা বা এটি পদ্ধতিগত কিনা। কোনও পদ্ধতিগত বিধান মেনে চলতে ব্যর্থতা তদন্তকে কলুষিত করার জন্য যথেষ্ট নাও হতে পারে কারণ কুসংস্কারের প্রকৃতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। একই পরীক্ষাটি প্রযোজ্য নয় যখন একটি মূল বিধান লঙ্ঘন করা হয়।এটা স্বীকার করা যায় যে বিভাগীয় কার্যধারা শুরু করার ক্ষমতা এবং বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত তদন্তের বৈধতা ও প্রমাণের ক্ষেত্রে বিষয়গত সন্তুষ্টিতে পৌঁছানোর ক্ষমতাকে পদ্ধতিগত বলা যায় না কারণ এটি প্রকৃতপক্ষে মৌলিক। এই প্রসঙ্গে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ পাতিয়ালা (উপরে)-র ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টে প্রদত্ত রায়টি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যেখানে এটি হিসাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল। এর অধীনেঃ

১১. এটি আমাদের নজরে আনা হয়নি যে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ পাতিয়ালা (অফিসার্স) সার্ভিস রেগুলেশনে ধারা ৯৯ সিপিসি বা ধারা ৪৬৫ সিআরপিসি সম্পর্কিত বিধান রয়েছে। এর অর্থ কি এই যে প্রবিধানগুলির কোনও এবং প্রতিটি লঙ্ঘন তদন্ত এবং শাস্তি বাতিল করে দেয় বা ধারা ৯৯ সিপিসি এবং ধারা ৪৬৫ সিআরপিসি-র অন্তর্নিহিত নীতিটি -এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কার্যধারাও। আমাদের মতে, এই ধরনের ক্ষেত্রে পরীক্ষাটি পক্ষপাতদুষ্ট হওয়া উচিত, যা পরে এই রায়ে ব্যাখ্যা করা হবে। তবে এই বিবৃতিটি একটি রাইডারের সাপেক্ষে। প্রবিধানগুলিতে কিছু মূল বিধান থাকতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, যিনি কোনও নির্দিষ্ট কর্মচারী/অফিসারের উপর একটি নির্দিষ্ট শাস্তি আরোপ করার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ। এই ধরনের বিধানগুলি অবশ্যই কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। তবে এমন অনেকগুলি পদ্ধতিগত বিধান থাকতে পারে যা ভিন্ন ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে থাকে। আমাদের অবশ্যই যোগ করতে হবে যে পদ্ধতিগত বিধানগুলির মধ্যেও এমন কিছু বিধান থাকতে পারে যা মৌলিক প্রকৃতির হতে পারে যার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সম্মতির তত্ত্ব প্রযোজ্য নাও হতে পারে।উদাহরণস্বরূপ, এমন একটি মামলা নিন যেখানে একটি নিয়মে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে অপরাধী কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অন্য পক্ষের সাক্ষ্য শেষ হওয়ার পরে তার মামলার সমর্থনে প্রমাণ/উপাদান উপস্থাপন করার সুযোগ দেওয়া

হবে। যদি তার জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও এমন কোনও সুযোগ না দেওয়া হয়, তবে এটি বলা কঠিন হবে যে তদন্তটি কলুষিত হয়নি। তবে অনেক পদ্ধতিগত বিধানের ক্ষেত্রে, যথেষ্ট সম্মতি বা কুসংস্কারের পরীক্ষার তত্ত্ব প্রয়োগ করা সম্ভব হবে, যা ক্ষেত্রে হতে পারে। অবস্থানটি নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে বলা যেতে পারেঃ (১) মৌলিক প্রকৃতির প্রবিধানগুলি মেনে চলতে হবে এবং এই ধরনের বিধানগুলির ক্ষেত্রে, যথেষ্ট সম্মতি তত্ত্ব উপলব্ধ হবে না। (২) পদ্ধতিগত বিধানগুলির মধ্যেও, মৌলিক প্রকৃতির কিছু বিধান থাকতে পারে যা মেনে চলতে হবে এবং যার ক্ষেত্রে, যথেষ্ট সম্মতি তত্ত্ব উপলব্ধ নাও হতে পারে। (৩) একটি ব্যতীত পদ্ধতিগত বিধানগুলির সম্মান মৌলিক প্রকৃতি, পর্যাপ্ত সম্মতি তত্ত্ব উপলব্ধ হবে। এই ক্ষেত্রে, এই স্কোরের উপর অভিযোগ/আপত্তি কুসংস্কারের স্পর্শস্তম্ভের উপর বিচার করতে হবে, যেমনটি এই রায়ে পরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অন্য কথায়, পরীক্ষাটি হ 'লঃ অপরাধী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সুষ্ঠু শুনানি হয়েছিল বা হয়নি কিনা তা সমস্ত বিষয় একসাথে নেওয়া হয়েছে। আমরা স্পষ্ট করে বলতে পারি যে উপরোক্ত বিভাগগুলির মধ্যে কোন বিধানটি পড়ে তা প্রতিটি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয় প্রাসঙ্গিক বিধানের প্রকৃতি এবং চরিত্র। "

২৬. উপরোক্ত বিষয়টিকে বিবেচনা করে, আবেদনকারীর প্রতি যে কুসংস্কার সৃষ্টি হয়েছে তা পরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই। যদিও, উত্তরদাতাদের প্রতিনিধিত্বকারী বিদ্বান উকিল কঠোরভাবে যুক্তি দেখিয়েছেন যে তদন্ত প্রতিবেদনের সাথে একমত হওয়ার ক্ষেত্রে বা আবেদনকারীকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে বা আপিল কর্তৃপক্ষ আপিল খারিজ করার ক্ষেত্রে কোনও অনিয়ম নেই, আমি উপরে আরও স্পষ্টভাবে নির্দেশিত কারণগুলির জন্য এটি গ্রহণ করতে অক্ষম। উপরের অভিযুক্ত আদেশটিও একটি অ-কথ্য আদেশ এবং অন্যথায় টেকসই নয়। এস. এল. কাপুরের (উপরে উল্লিখিত) ক্ষেত্রে প্রদত্ত রায়টি পদ্ধতিগত অনিয়ম এবং ফলস্বরূপ পক্ষপাতের কারণগুলির সাথে সম্পর্কিত। উক্ত রায়টি উত্তরদাতাদের সহায়তা করে না। এইচ. ভি. নির্মলার (উপরে উল্লিখিত) ক্ষেত্রে প্রদত্ত রায়ের ক্ষেত্রে, এটি - এর নিয়োগ বিবেচনা করে। তদন্ত কর্মকর্তা হিসাবে একজন অযোগ্য ব্যক্তি, তবে, যেহেতু, অপরাধী এই ধরনের কার্যধারায় অংশগ্রহণ করে এবং এর ফলে, এই ধরনের অধিকার মওকুফ করে এবং যেহেতু, বিষয়টির পদ্ধতিগত দিকগুলি সম্পাদনের সাথে জড়িত তদন্ত আধিকারিক নিয়োগের জন্য, এই ধরনের আপত্তি দ্বারপ্রান্তে উত্থাপন করা প্রয়োজন ছিল। অপরাধী সমসাময়িকভাবে এই ধরনের আপত্তি উত্থাপন না করে, উচ্চতর কর্তৃপক্ষের সামনে প্রচার করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এখানে এমনটি নয়। উপরোক্ত রায়গুলি তথ্যের ভিত্তিতে আলাদা করা যায়। এই ক্ষেত্রে একটি এখতিয়ার সংক্রান্ত সমস্যা জড়িত। স্বীকার করা যায় যে, ৬ নং উত্তরদাতা আবেদনকারীর শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ নন এবং তদন্ত কর্মকর্তার দ্বারা পরিচালিত তদন্তের বৈধতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনও এক্তিয়ার তাঁর ছিল না এবং মূল শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ একবার এক্তিয়ার গ্রহণ করার পরে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের প্রমাণ বিবেচনা করার জন্যও তিনি যোগ্য ছিলেন না। তাঁর উপর অর্পিত এই ধরনের কর্তৃত্বের অভাবে তিনি তদন্ত কর্মকর্তার অনুসন্ধানের সাথে একমত হতে পারতেন না।

এটি সত্য যে ৬ নং উত্তরদাতা আবেদনকারীর শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের পদমর্যাদার উচ্চতর কর্মকর্তা হওয়ায় শাস্তি আরোপের অধিকারী ছিলেন। যাইহোক, উত্তরদাতা নং ৬ দ্বারা শাস্তি আরোপের অধিকার স্পষ্টতই উত্তরদাতা নং ৩-এর উপর নির্ভরশীল ছিল, যা তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদনের সাথে একমত ছিল এবং তদনুসারে তদন্তের বৈধতা এবং অভিযোগের প্রমাণের পর্যাপ্ততা সম্পর্কে তার সন্তুষ্টি ছিল।

২৭ উপরে আরও স্পষ্টভাবে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য, তারিখের আদেশ ১২ই এপ্রিল, ২০১০ উত্তরদাতা নং ৬ দ্বারা প্রতিবেদনটি গ্রহণ করে পাস করা হয়েছে তদন্ত আধিকারিকের শাস্তি এবং একই সঙ্গে আবেদনকারীকে শাস্তি প্রদান বহাল রাখা যাবে না, সেই অনুযায়ী তা খারিজ করে দেওয়া হয়। যেহেতু এর উত্তরসূরি হিসাবে আপিলের আদেশটিও বহাল রাখা যায় না এবং সেই অনুযায়ী তা বাতিল করা হয়। আবেদনকারী এইভাবে অবসর গ্রহণের তারিখ পর্যন্ত চাকরিতে ছিলেন বলে মনে করা হবে।

২৮ পক্ষগুলি জানিয়েছে যে রিট পিটিশনের মুলতুবি থাকাকালীন আবেদনকারী চাকরি থেকে অবসর নিয়েছিলেন। উপরোক্ত বিষয়টিকে বিবেচনা করে, যেহেতু উত্তরদাতাদের একই উপসংহারে পৌঁছনোর সুযোগ দিয়ে শেষ পর্যন্ত কার্যধারা শেষ করা সম্ভব নয়, তাই আমি উত্তরদাতাদের আবেদনকারীকে অবসর গ্রহণের তারিখ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন চাকরিতে থাকার ব্যবস্থা করে আবেদনকারীর অবসরকালীন সুবিধাগুলি বিতরণ করার নির্দেশ দিচ্ছি। এইভাবে উপরোক্ত রিট পিটিশনটি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

২৯ রিট পিটিশনের নিষ্পত্তির পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৩ সালের সিএএন ৪ উপযুক্ত আদেশের আবেদনটিও নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

৩০ তবে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

৩১ এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি এর জন্য আবেদন করা হয়, তাহলে হবে। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার ভিত্তিতে পক্ষগুলিকে দেওয়া হয়।

(বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী,)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly